

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, রবিবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-43 29 November 2026 ◆ Sunday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে সংবিধান সংশোধনী বিল, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক আখ্যা হিমন্তের

গুয়াহাটি : লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করার লক্ষ্যে সংবিধান (১৩২তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬ অনুমোদন করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর মতে, এই প্রস্তাবিত আইন দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং নীতি নির্ধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করবে।

সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই অনুমোদন



আইনসভাগুলিতে মহিলাদের এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ বাস্তবায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর ফলে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়বে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

আগামী সোমবার লোকসভায় বিলটি পেশ করার কথা রয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লোকসভা আসনসংখ্যা ৫০ শতাংশ বাড়ানোর পরিকল্পনা। একইভাবে রাজ্য বিধানসভাগুলির আসনসংখ্যাও বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে। আসন পুনর্বিন্যাস ও নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ২০৫১ সাল পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বজায় রাখার প্রস্তাবও বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুযায়ী, লোকসভার সর্বোচ্চ সদস্যসংখ্যা বর্তমান সীমা থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যগুলি থেকে সর্বাধিক ৮১৫ জন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে ৩৫ জন প্রতিনিধি থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এক শতাব্দী পর অক্সফোর্ড থেকে নাগাল্যান্ডে ফিরল ৩৯ পূর্বপুরুষের দেহাবশেষ

ডিমাপুর : প্রায় এক শতাব্দী পর ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পিট রিভার্স মিউজিয়াম থেকে নাগাল্যান্ডে ফিরল আটটি নাগা জনগোষ্ঠীর ৩৯ জন পূর্বপুরুষের দেহাবশেষ। শুক্রবার ডিমাপুর বিমানবন্দরে ফোম, কোনিয়াক, ইয়িমখিউং, খিয়ামনিউংগান, সুমি, তাংখুল, পোচুরি ও চাং জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা আনুষ্ঠানিকভাবে সেগুলি গ্রহণ করেন। ২০২০ সালে শুরু হওয়া প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার পর এই প্রত্যাবর্তনকে নাগা সমাজের কাছে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিমানবন্দর থেকে চারটি অ্যাম্বুল্যান্সে দেহাবশেষগুলি কোহিমায় নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার কোহিমার নাগা ব্যাপটিস্ট চার্চ কাউন্সিলের কনভেনশন সেন্টারে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বর কোহিমার নাগা সলিডারিটি পার্কে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মোদি

ভারত মণ্ডপমে সংগীতশিল্পীর স্মরণে বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়াদিল্লি : কিংবদন্তি অসমিয়া সংগীতশিল্পী, সুরকার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাজরিকার জীবন, সংগীত ও সাংস্কৃতিক অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।



সংগীতের মাধ্যমে দেশ ও সমাজকে সমৃদ্ধ করা এই মহান শিল্পীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে তাঁর একটি ছবি এবং ৫ হাজার গানের সংকলন সম্বলিত বিশেষ ক্যারাভান প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বক্তব্য রাখেন। হাজরিকার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত এই সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও অতিথিরা উপস্থিত থেকে ভারতরত্ন সম্মানপ্রাপ্ত শিল্পীর জীবন, সৃষ্টিকর্ম এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার স্মরণ করেন।

মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে ইউপিপিকে-র দুই সদস্য গ্রেফতার; উদ্ধার রাইফেল ও হ্যান্ড গ্রেনেড

ইম্ফল : মণিপুরে জঙ্গি কার্যকলাপ ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করল নিরাপত্তা বাহিনী। ইম্ফল পূর্ব জেলায় পৃথক অভিযানে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি অব কাংলেইপাক (ইউপিপিকে)-র সন্দেহভাজন দুই সদস্যকে গ্রেফতার এবং এক নাবালককে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি, পাহাড়ি এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী।



পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার খাবেইসোইয়ের স্পেশাল কমান্ডো ইউনিটের অভিযানে চন্দম রতন ওরফে লায়ন মেইতেই (৪০) এবং হিজাম বিশোরজিৎ মেইতেই (৩৮) গ্রেফতার হন। পুলিশের দাবি, রতন ইউপিপিকে-র স্বঘোষিত অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। অভিযানে পিস্তল, কার্তুজ, সামরিক পোশাক, মোবাইল ফোন ও একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, আংথা খুমান পাহাড় ও সংলগ্ন এলাকায় ইম্ফল পূর্বের কমান্ডো বাহিনী এবং ৩১ অসম রাইফেলসের যৌথ অভিযানে একে রাইফেল, পিস্তল, বন্দুক, হ্যান্ড গ্রেনেড, ডেটোনেটর ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার সামগ্রীর উৎস ও জঙ্গি যোগ খতিয়ে দেখছে নিরাপত্তা বাহিনী।

কাছাড়ে হুজি সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার

মালদহ বিস্ফোরণ-কাণ্ডে সম্ভাব্য যোগ খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা

শিলচর : অসমের কাছাড় জেলায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হরকত-উল-জিহাদ-আল-ইসলামির (হুজি) সন্দেহভাজন সদস্যকে গ্রেফতার করল পুলিশ ও অসম রাইফেলস। যৌথ অভিযানে জিরিঘাট এলাকা থেকে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা সাজিদ ওরফে সৈয়দ মিয়া (৫৫) ধরা পড়েছেন। তাঁর কাছ থেকে জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র এবং ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুদ্রা উদ্ধার হয়েছে।



সূত্রের দাবি, উদ্ধার হওয়া আধার কার্ডে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের ঠিকানা এবং প্যান কার্ডে মেঘালয়ের ঠিকানা রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বাংলাদেশি নাগরিক বলে স্বীকার করেছেন বলে দাবি তদন্তকারীদের।

অভিযোগ, গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় ছিলেন সাজিদ। নিম্ন অসম ও বিটিআর অঞ্চলের যুবকদের জঙ্গি সংগঠনে নিয়োগের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। মণিপুর ও চিরাংয়ে কয়েকজন যুবকের অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের।

শিলচরের বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্রাসার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং বদরপুরের একটি ছাত্রাবাসে থাকার তথ্যও তদন্তের আওতায় রয়েছে। ২০২৪ সালের ১৯ মে মালদহে বিস্ফোরণ-কাণ্ডের সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য যোগসূত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অভিযোগগুলি এখনও প্রমাণিত হয়নি। তদন্ত চলছে।

পুর নির্বাচনের ফল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ত্রিপুরা বিজেপি, শুরু হল পর্যালোচনা

আগরতলা : ত্রিপুরার সদ্যসমাপ্ত পুর নির্বাচনে দলের পারফরম্যান্স পর্যালোচনা শুরু করল বিজেপি। রাজ্যের পুরসভা ও নগর সংস্থাগুলিতে উল্লেখযোগ্য জয় পাওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরয়। রবিবার বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত পর্যালোচনা বৈঠকে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ, পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিঙ্কু রায়-সহ দলের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের দেবরয় জানান, নগর পঞ্চায়েত, পুর পরিষদ ও পুর নিগমগুলিতে দলের নির্বাচনী ফলাফল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভোটের প্রবণতা, ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফল এবং সম্ভাব্য ভোটের হার নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। বিরোধীদের সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, বিরোধীরা ক্রমশ জনসমর্থন হারাচ্ছে।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

রবিবার, ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৯ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসুক বাংলাদেশ

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে। ভারতের মাটি থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন, যার দিন হিসেবে ১৬ ডিসেম্বরের কথা আলোচনায় এসেছে, নতুন করে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সামনে নিয়ে এসেছে। যে বিষয়টি আইন, কূটনীতি ও বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি হওয়ার কথা, তা ক্রমশ রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন, রাজপথের সংঘাত এবং প্রতিশোধের লড়াইয়ে পরিণত হচ্ছে। আশঙ্কা, বাংলাদেশ আবারও রাজনৈতিক বিরোধের কাছে তার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল হতে দেবে।

এবারের পরিস্থিতির তাৎপর্য আরও বেশি, কারণ ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার এই দিনটি আত্মত্যাগ, মুক্তি ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। সেই ঐতিহাসিক দিনকে যদি নতুন রাজনৈতিক সংঘাতের উপলক্ষ করে তোলা হয়, তবে তা স্বাধীনতার চেতনারই পরিপন্থী হবে।

২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ যে গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তার ক্ষত এখনও শুকোয়নি। আন্দোলন দমনে তৎকালীন সরকারের কঠোর অভিযানে প্রাণহানির সংখ্যা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মূল্যায়ন ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী, ওই দমন-পীড়নে প্রায় ১,৪০০ মানুষ নিহত হয়ে থাকতে পারেন। আহত হয়েছিলেন কয়েক হাজার। এই অভিযোগ ও হতাহতের ঘটনা বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিতে উপেক্ষা করার মতো নয়। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন এবং দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা জরুরি।

২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়। অভিযোগের গুরুত্ব নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু বিচারের বিশ্বাসযোগ্যতা শুধু শাস্তির কঠোরতার ওপর নির্ভর করে না। অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া এবং বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতার ওপরও তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল। রাজনৈতিক আবেগের পরিবর্তে আইনের শাসনই হওয়া উচিত এই প্রক্রিয়ার ভিত্তি।

শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনকে রাজনৈতিক বিজয় বা পরাজয়ের প্রশ্নে পরিণত করা বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক হবে। গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত কোনও প্রাক্তন সরকারপ্রধানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় তাঁকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগও সেই আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে। কিন্তু বিচার যেন কোনওভাবেই রাজনৈতিক অপমান বা প্রতিশোধের হাতিয়ারে পরিণত না হয়।

একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ এবং তার সমর্থকদেরও একটি বাস্তবতা মেনে নিতে হবে;রাজনৈতিক বঞ্চনা বা ক্ষোভ কোনওভাবেই হিংসার বৈধতা দিতে পারে না। অগ্নিসংযোগ, বোমা হামলা, সরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক কেন্দ্র কিংবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণের অভিযোগ গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যে দল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবি করে, তাদেরই প্রথম দায়িত্ব হিংসা ও ভয় দেখানোর রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে আনা। সন্ত্রাস বা ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক জনসমর্থন ফিরে পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের সামনেও রয়েছে বড় পরীক্ষা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করাই সরকারের একমাত্র দায়িত্ব নয়; কীভাবে সেই দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে, তার ওপরও সরকারের গণতান্ত্রিক গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে। অগ্নিসংযোগ ও হামলা ঠেকাতে নিরাপত্তা বাহিনীর সক্রিয়তা প্রয়োজন। কিন্তু নির্বিচারে গ্রেফতার, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ কিংবা রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সম্মিলিত শাস্তি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে। যে দমনমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে মানুষ রাস্তায় নেমেছিল, নতুন সরকার সেই একই পথ অনুসরণ করলে পরিবর্তনের অর্থই হারিয়ে যাবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনও একটি রাজনৈতিক দলের একচ্ছত্র সম্পত্তি নয়। সেই সংগ্রামের মূল শিক্ষা ছিল স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। একটি সরকারের পতনের পর আরেকটি রাজনৈতিক শক্তির হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে যদি পুরনো দমন-পীড়নের সংস্কৃতিই ফিরে আসে, তবে পরিবর্তনের কোনও স্থায়ী অর্থ থাকবে না।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের নতুন সমীকরণ, প্রতিশ্রুতি থেকে বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

অশোক ঠাকুর

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক সৌজন্যের চেয়ে বাস্তব সহযোগিতার গুরুত্ব অনেক বেশি। নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দ্বিপাক্ষিক বিদেশ সফরের জন্য ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিকে বেছে নিয়ে বালেন্দ্র শাহ সেই বাস্তবতাকেই সামনে এনেছেন। গত ২৪ নভেম্বর শেষ হওয়া তাঁর দু'দিনের এই সফর শুধু দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের আনুষ্ঠানিকতা ছিল না, বরং পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে নতুন অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ভিত্তি দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা।

শাহের রাজনৈতিক উত্থানের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এই সফরের তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়। প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি, স্বজনপোষণ এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের আবহে ক্ষমতায় এসেছেন তিনি। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নেও অতীতে তাঁর কিছু বক্তব্য এবং কালাপানি-লিপুলেখের মতো সীমান্ত ইস্যুতে কঠোর অবস্থান নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ফলে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম বিদেশ সফরে দিল্লিকে বেছে নেওয়া স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

তবে এই সফরকে ভারতের প্রতি নেপালের নীতিগত অবস্থানের পরিবর্তন কিংবা জাতীয় স্বার্থে আপস হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। বরং অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজন থেকেই কাঠমান্ডুর এই বাস্তববাদী উদ্যোগ। নেপালের মতো স্থলবেষ্টিত দেশের কাছে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং জ্বালানি সহযোগিতার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। একইভাবে ভারতের কাছেও নেপাল কেবল প্রতিবেশী নয়, দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

সফরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল নেপালের পুনর্গঠন ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে ভারতের ২৪ হাজার কোটি নেপালি রুপি, অর্থাৎ প্রায় ১৫ হাজার কোটি ভারতীয় টাকা সহায়তার ঘোষণা। গত আগস্টের ভয়াবহ বন্যায় নেপালে প্রায় ১,৫০০ মানুষের মৃত্যু এবং বহু মানুষের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় দেশটির জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘরবাড়ি, সড়ক, সেতু, কৃষিজমি এবং জরুরি পরিষেবার পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই পরিস্থিতিতে পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতের এই সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ।

তবে শুধু আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেই পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হবে না। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে সহায়তা কত দ্রুত পৌঁছচ্ছে, পুনর্বাসন কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে হচ্ছে এবং ভেঙে পড়া পরিকাঠামো কতটা কার্যকরভাবে পুনর্নির্মিত হচ্ছে, তার ওপরই এই উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করবে। ঘোষিত অর্থের পরিমাণ নয়, সাধারণ মানুষের জীবনে তার বাস্তব প্রভাবই হবে সহযোগিতার প্রকৃত মাপকাঠি।

সফরে দুই দেশের মধ্যে আটটি সহযোগিতা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, ফরেনসিক বিজ্ঞান, পুলিশ প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি, পরিবেশবান্ধব নগর উন্নয়ন, পশুপালন, মৎস্যচাষ এবং উপগ্রহ যোগাযোগ। এই চুক্তিগুলি হয়তো বড় কোনও কৌশলগত ঘোষণার মতো তাৎক্ষণিক আলোড়ন সৃষ্টি করবে না, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দুই দেশের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা শক্তিশালী করতে পারে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও স্থানীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর সুফল সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে। যোগাযোগ ও পরিকাঠামো উন্নয়নও সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল। অযোধ্যা-জনকপুর যাত্রীবাহী রেল পরিষেবা, সীমান্ত পরিকাঠামোর উন্নয়ন, বানবাসা সমন্বিত চেকপোস্ট, ধারচুলা-দারচুলা সংযোগকারী সেতু এবং মোতিহারি-আমলেখগঞ্জ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইনের অগ্রগতি দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও গতিশীল করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সীমান্ত পারাপার, পণ্য পরিবহণ, জ্বালানি সরবরাহ এবং মানুষের যাতায়াত সহজ হতে পারে।

জ্বালানি সহযোগিতার ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলেছে। ৬৬৯ মেগাওয়াটের লোয়ার অরুণ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ঝাপায় পেট্রোলিয়াম টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তাব দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিতে পারে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে নেপালের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে ভারতের বিশাল বিদ্যুৎবাজার নেপালের জন্য রপ্তানির সুযোগ তৈরি করতে পারে। ফলে এই সহযোগিতা শুধু দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াবে না, বরং আঞ্চলিক জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করতেও ভূমিকা রাখতে পারে।

ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির ক্ষেত্রেও এই সফর গুরুত্বপূর্ণ। নেপালের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং অন্যতম প্রধান বিনিয়োগকারী হিসেবে ভারতের ভূমিকা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে নেপালের জন্য ভারতীয় বাজার, জ্বালানি, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই সম্পর্ককে ভারত-চিন প্রতিযোগিতার নিরিখে বিচার করা উচিত নয়। নেপালের নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি ও কৌশলগত স্বাধীনতা রয়েছে। একটি আত্মবিশ্বাসী ভারতের উচিত সেই স্বাধীনতাকে সম্মান করা। ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠতার ওপর নির্ভর না করে নির্ভরযোগ্যতা, সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং নেপালের জাতীয় অগ্রাধিকারের প্রতি সংবেদনশীলতার মাধ্যমে ভারতের সহযোগিতার গুরুত্ব প্রমাণ করা প্রয়োজন। অবশ্য সফরে বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয় অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছে। অগ্নিবীর প্রকল্পে নেপালি নাগরিকদের নিয়োগ, কালাপানি, লিপুলেখ ও লিম্পিয়াধুরা নিয়ে সীমান্ত বিরোধ এবং নেপালে চিনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির কৌশলগত প্রভাব; এসব প্রশ্নের কোনও চূড়ান্ত সমাধান হয়নি। যৌথ বিবৃতিতে অমীমাংসিত সীমান্ত সমস্যার উল্লেখ থাকলেও তা কোনও সমঝোতা বা নিষ্পত্তির ইঙ্গিত দেয় না। অর্থনৈতিক সহযোগিতা যতই বাড়ুক, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও ভূখণ্ডগত বিরোধকে উপেক্ষা করে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

তবে সব বিরোধকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রধান নির্ধারক করে তোলাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করা এবং সংবেদনশীল বিষয়গুলি নিয়ে নিয়মিত আলোচনার পরিবেশ তৈরি করাই পরিণত কূটনীতির পরিচয়। ভারত ও নেপালের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে এই ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অবশ্য ঘোষণার সঙ্গে বাস্তবায়নের ব্যবধান দূর করা। পুনর্গঠনের অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে। রেল ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ, প্রশাসনিক অনুমোদন এবং ধারাবাহিক অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। সীমান্ত চেকপোস্ট ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে প্রয়োজন দক্ষ প্রশাসন। দুই দেশের কোনও একটিতে সরকার পরিবর্তন হলে যাতে চলমান প্রকল্পগুলি থমকে না যায়, তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতাও জরুরি।

নেপালের সাধারণ মানুষ ভারতকে বিচার করবেন কতগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা দিয়ে নয়, বরং প্রতিশ্রুত প্রকল্পগুলি নির্ধারিত সময়ে কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা দিয়ে। অতীতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিলম্ব ও প্রশাসনিক জটিলতা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলেছে। তাই এবার ঘোষিত উদ্যোগগুলির দ্রুত ও স্বচ্ছ বাস্তবায়নই হবে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

২০০ দিনের কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন হিমন্ত

উন্নয়ন ও বিনিয়োগে একাধিক প্রকল্পের দাবি

গুয়াহাটি : ক্ষমতায় এনডিএ সরকারের তৃতীয় মেয়াদের ২০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে অসমে উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির খতিয়ান তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শনিবার (২৮ নভেম্বর) সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বার্তায় তিনি অরুণোদয় ৩.০, শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প, সরকারি নিয়োগ, শিল্প বিনিয়োগ এবং যোগাযোগ পরিকাঠামোর একাধিক উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, উন্নত অসম গড়ার লক্ষ্যেই সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।



২০০ দিনের এই পর্বে সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে সামাজিক সুরক্ষা ও শিক্ষা। মুখ্যমন্ত্রী অরুণোদয় ৩.০ প্রকল্পের পাশাপাশি নিজুত মইনা ও নিজুত বাবু প্রকল্প এবং শিক্ষার্থীদের স্কুটার বিতরণ কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং তাঁদের ভবিষ্যতের সুযোগ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার কথা উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি উৎপাদন শিল্প, প্রযুক্তি, শিল্পোদ্যোগ এবং নতুন ব্যবসার মাধ্যমে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। শিল্প বিনিয়োগের প্রসঙ্গে জাগিরোডে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন হিমন্ত। রাঙিয়ায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন, প্রস্তাবিত ডিফেন্স পার্ক এবং যোরহাট ও শিলচরে তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগকেও সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ডলুতে প্রস্তাবিত গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর এবং গোহপুর-নুমালিগড় সংযোগকারী প্রস্তাবিত সুড়ঙ্গ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আসতে পারে।

ত্রিপুরা সীমান্তে অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশি নাগরিক-সহ গ্রেফতার ৫

আগরতলা : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা তৎপরতার মধ্যেই ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক বাংলাদেশি নাগরিক-সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করল নিরাপত্তা বাহিনী। ধৃতদের মধ্যে চারজন ভারতীয় নাগরিক, যাঁদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারে সহযোগিতা করার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার ২৮ নভেম্বর রাজ্যের ইউএনসি নগর সীমান্ত এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

সূত্রে জানা গেছে, ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকের বাড়ি বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায়। অভিযানের সময় একটি সাদা রঙের গাড়িও আটক করা হয়েছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ যাতায়াতের কাজে গাড়িটি ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। ঘটনায় মামলা দায়েরের পর প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পাঁচজনকেই সংশ্লিষ্ট আদালতে পেশ করা হয়েছে। কীভাবে ওই বাংলাদেশি নাগরিক সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং এর পিছনে কোনও সংগঠিত চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, গত ২ নভেম্বর সিপাহিজলা জেলার আশাবাড়ি এলাকায় বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলার ঘটনার পর থেকেই ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় বিএসএফ কর্মীদের উপর হামলার পাশাপাশি তাঁদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

ত্রিপুরা পুলিশের আইনশৃঙ্খলা বিভাগের আইজি ইপার মাঞ্চাক সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, ওই হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও রয়েছেন।

২৯ বছর পর সঞ্জয় ঘোষ অপহরণ-খুনের মামলায় সাজা, উলফা সদস্য ফাতিক হাতিমোটার যাবজ্জীবন

গুয়াহাটি : প্রায় ২৯ বছর আগে অসমের মাজুলিতে সমাজকর্মী সঞ্জয় ঘোষকে অপহরণ ও হত্যার ঘটনায় অবশেষে সাজা ঘোষণা করল আদালত। এই মামলায় প্রাক্তন উলফা সদস্য ফাতিক হাতিমোটাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে গুয়াহাটির সিবিআই আদালত। গত ২৮ নভেম্বর আদালত এই সাজা ঘোষণা করে। এর আগে ২০ নভেম্বর ফাতিককে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪ ও ৩৪ নম্বর ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে জানায় আদালত। অপহরণ করে হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া এবং একাধিক ব্যক্তির অভিন্ন উদ্দেশ্যে অপরাধ সংঘটিত করার সঙ্গে সম্পর্কিত এই দুই ধারায় তাঁর বিচার হয়।



আদালত সাজা ঘোষণার জন্য গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষকে ফাতিককে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছিল। পাশাপাশি, তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে জেল চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালের ৪ জুলাই মাজুলিতে সমাজকর্মী সঞ্জয় ঘোষকে অপহরণ করা হয়। তাঁর সঙ্গে থাকা আরও এক সহযোগীকেও অপহরণ করা হয়েছিল। তবে ওই ব্যক্তি কোনওভাবে অপহরণকারীদের কবল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

মাজুলিতে নদীভাঙন ও মাটির ক্ষয় রোধে স্থানীয় মানুষকে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগে যুক্ত ছিলেন সঞ্জয় ঘোষ। তাঁর অপহরণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার প্রায় এক মাস পর নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম (উলফা) দাবি করে, অপহরণের রাতেই সঞ্জয় ঘোষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাঁর দেহ ব্রহ্মপুত্র নদে ফেলে দেওয়া হয়। তবে আজও তাঁর দেহাবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে মামলার তদন্তভার নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। দীর্ঘদিন পর ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে মাজুলি থেকে অসম পুলিশ ফাতিক হাতিমোটাকে গ্রেফতার করে। পরে তাঁকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০১২ সালের জুলাই মাসে গুয়াহাটি হাই কোর্ট থেকে জামিন পেলেও ২০ নভেম্বর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁকে ফের হেফাজতে নেওয়া হয়।

পাহাড় লাইনে মালগাড়ির বগি লাইনচ্যুত, বরাক উপত্যকার রেল যোগাযোগে বিপর্যয়

শিলচর : লুমডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে মালগাড়ির বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের গুরুত্বপূর্ণ রেলপথে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বন্দারখাল ও দামছড়া স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশে একটি বোঝাই মালগাড়ির বগি লাইনচ্যুত হওয়ার জেরে ১১টি ট্রেন বাতিল এবং চারটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (এনএফআর)। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় রেলপথ পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে।

২৮ নভেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এনএফআরের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা ট্রেন বাতিল ও আংশিক পরিষেবা বন্ধের বিষয়টি জানান। পাহাড়ি অঞ্চলের একক রেলপথে দুর্ঘটনার প্রভাব পড়েছে একাধিক যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলে। লাইনচ্যুত বগি সরানো এবং ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ মেরামতির কাজ শুরু হলেও দুর্গম ভূপ্রকৃতির কারণে স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরতে সময় লাগতে পারে। ২৮ নভেম্বর বাতিল করা হয়েছে ১২৫০৪ আগরতলা-এসএমভিবি এক্সপ্রেস, ১৫৬১৬ শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, ১৫৬২৬ আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস, ১৫৬৪১ শিলচর-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস, ১৫৬১০ সাইরাং-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, ১৫৬১১



রঙিয়া-শিলচর এক্সপ্রেস, ১৫৬৫০ নারেঙ্গি-আগরতলা এক্সপ্রেস, ১৫৬৪৯ আগরতলা-নারেঙ্গি এক্সপ্রেস, ১৫৬১২ শিলচর-রঙিয়া এক্সপ্রেস, ১৫৬১৭ গুয়াহাটি-দুল্লভছড়া এক্সপ্রেস এবং ১৫৬১৫ গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস।

এছাড়া ১১৬৬৫ রানি কমলাপতি-আগরতলা এক্সপ্রেস নিউ হাফলং পর্যন্ত, ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ও ১৪০৩৮ পূর্বোত্তর সংস্পর্শ ক্রান্তি এক্সপ্রেস লামডিং পর্যন্ত এবং ১৫৬৫০ নারেঙ্গি-আগরতলা এক্সপ্রেস নিউ হাফলং পর্যন্ত চলবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। লুমডিং-বদরপুর পাহাড় লাইন বরাক উপত্যকার সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য অংশ ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ফলে এই বিপর্যয়ে বরাক উপত্যকার যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আইজলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত পাঁচতলা ভবন, ক্ষতি প্রায় ২ কোটি টাকা

আইজল : মিজোরামের রাজধানী আইজলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি পাঁচতলা ভবন। শনিবার (২৮ নভেম্বর) সকালে শহরের ছিংগা ভেং এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে প্রশাসন। দমকল সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ ভবনটিতে আগুন লাগার খবর আসে। খবর পেয়েই আটটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে নামে। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল ১০টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ২ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। অগ্নিকাণ্ডে বড় ধরনের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হলেও প্রাণহানি না হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জইশ যোগের সন্দেহে গ্রেফতার শ্রীভূমির যুবক, রাতাবাড়ির বাড়িতে তল্লাশি গুজরাট এটিএসের

শ্রীভূমি : গুজরাটে নিরাপত্তা কেন্দ্রে হামলার পরিকল্পনা এবং পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে গ্রেফতার শ্রীভূমির যুবক মহম্মদ সাহারুল ইসলাম কবিরুদ্দিনের বাড়িতে তল্লাশি চালাল গুজরাট পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় রাতাবাড়িতে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু উগ্রপন্থী সাহিত্য উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। রামকৃষ্ণনগর সহ জেলার ডিএসপি এ শর্মা জানান, সাহারুলের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠার পর গুজরাট এটিএসের দল অসমে আসে। নিরাপত্তার স্বার্থে আগেই বাড়িটি ঘিরে রাখা হয়েছিল। পরে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ নভেম্বর সাহারুলের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। পরে তাঁর গুজরাটে যাওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। গত ২৬ নভেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সাহারুলের বাবা কবির উদ্দিনকে কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। সাহারুলের কাছ থেকে রাইফেল, কার্তুজ ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধারের দাবি করেছে গুজরাট এটিএস।

সামরিক অভিযানে স্টারলিঙ্ক ব্যবহারের অভিযোগ ইরানের বিরুদ্ধে, ক্ষুব্ধ এলন মাস্ক



ওয়াশিংটন : আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে স্পেসএক্সের স্টারলিঙ্ক উপগ্রহভিত্তিক ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করেছিল ইরান। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে এমনই দাবি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ফেব্রুয়ারিতে তেহরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েলের অভিযান শুরু হওয়ার পর দু'বার স্টারলিঙ্ক ব্যবহার করেছিল ইরানি সেনা। তবে এই দাবির স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের সামরিক বাহিনী নিজেদের সামরিক কার্যকলাপের সমন্বয় এবং ড্রোন হামলার ক্ষেত্রে স্টারলিঙ্ক পরিষেবা ব্যবহার করেছিল। যদিও নির্দিষ্ট কোনও হামলায় এই প্রযুক্তির ভূমিকা নিশ্চিত করা যায়নি। অনুমোদন ছাড়াই সামরিক কাজে এই পরিষেবা ব্যবহারের অভিযোগ ঘিরে প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ওয়াশিংটন পোস্টের দাবি, মাসখানেক আগে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের কাছে যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি গোপন রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। সেখানে ইরানের স্টারলিঙ্ক ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। গত ১ মার্চ কুয়েতের পোর্ট শুয়াইবায় মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় ছয় মার্কিন সেনার মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে এই প্রযুক্তির কোনও যোগসূত্র ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি।

প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, অনুমোদন ছাড়াই সামরিক কাজে স্টারলিঙ্ক ব্যবহারের ঘটনায় স্পেসএক্সের প্রধান এলন মাস্ক ক্ষুব্ধ হন। এই ঘটনার পর সংস্থার অন্তত দুই কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে খবর। গত মার্চে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরে মাস্ক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বরখাস্তের কারণ এবং সংস্থার অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তের বিষয়ে স্পেসএক্সের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি।

স্টারলিঙ্ক পরিষেবা মূলত উপগ্রহের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার প্রযুক্তি। প্রত্যন্ত অঞ্চল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত এলাকাতেও এই পরিষেবা ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু সামরিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ রয়েছে।

'স্বাধীন না হলে পাকিস্তানের জুতোর তলায় থাকত বাংলাদেশ', তারেক সরকারের বিরুদ্ধে সরব হাসিনা



ঢাকা : বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও চলমান হিংসা নিয়ে ফের সরব হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আওয়ামি লিগের এক অনলাইন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হিংসা ও বন্দিদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ টেনে পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে বর্তমান নেতৃত্বকে কটাক্ষ করেন হাসিনা।

অনলাইন বৈঠকে হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে আজও পাকিস্তানের অধীনেই থাকতে হত। তাঁর কথায়, দেশ যদি স্বাধীন না হত, তাহলে আজও পাকিস্তানের জুতোর নিচে থাকত বাংলাদেশ। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রয়োজনও পড়ত না। তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ তুলে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গও স্মরণ করেন তিনি। ময়মনসিংহে মুক্তিযোদ্ধা শেখ হোসেন আলির হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করে হাসিনা দাবি করেন, হত্যার পর তাঁর দেহ গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

রাজনৈতিক হিংসায় নিহত আওয়ামি লিগের কর্মীদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে হাসিনা অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক বন্দিদের চিকিৎসা ও ওষুধ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কারাগারে বন্দিদের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে এবং তাঁদের পরিবারের কাছে মৃত্যুর খবর পৌঁছনো হচ্ছে না বলে দাবি করেন তিনি। যদিও এই অভিযোগগুলির স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

হাসিনা তাঁর বাবা মুজিবুর রহমানের অবদান স্মরণ করে বলেন, তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিলেন। বেঁচে থাকলে স্বাধীনতার এক দশকের মধ্যেই দেশ উন্নত রাষ্ট্রগুলির তালিকায় পৌঁছতে পারত বলে মন্তব্য করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফেরার বার্তা দেওয়ার পর হাসিনার প্রত্যাবর্তন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তীব্র হয়েছে।

আসন পুনর্বিন্যাসে বাংলায় বিধানসভা আসন ৪৪১, বদলাবে ভোটের সমীকরণ?

কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গে আসন পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, রাজ্যে লোকসভা আসন ৪২ থেকে বেড়ে ৬৩ এবং বিধানসভা আসন ২৯৪ থেকে বেড়ে ৪৪১ হতে পারে। এর মধ্যে ২১টি লোকসভা আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। নতুন সীমানা নির্ধারণে ভোটার সংখ্যা ও নির্বাচনী কেন্দ্রের পরিসর বদলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। শাসকদলের দাবি, এতে প্রতিনিধিত্ব বাড়বে এবং সরকারি পরিষেবা পৌঁছনো সহজ হবে। অন্যদিকে, বিরোধীদের অভিযোগ, আসন পুনর্বিন্যাস রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নতুন পুনর্বিন্যাসে ভোটের সমীকরণ কতটা বদলাবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে প্রস্তুতি, সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে মোদি



নয়াদিল্লি : সংসদে আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল পেশের আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরে নিল এনডিএ শিবির। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অঙ্কে আত্মবিশ্বাসী হলেও সংসদীয় অধিবেশনে কোনওরকম গাফিলতি রাখতে চাইছে না শাসক জোট। রবিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবন ৭, লোককল্যাণ মার্গে মন্ত্রিসভার সদস্য ও সংসদীয় দলের নেতাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু-সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য এবং সংসদীয় কমিটির প্রতিনিধিরা। বাংলার বিজেপি সাংসদদের একাংশও বৈঠকে যোগ দেন। আসন্ন বর্ধিত অধিবেশনে বিল দুটির পক্ষে সমর্থন নিশ্চিত করা এবং সংসদীয় প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে মোদি সামাজিক মাধ্যমে একে ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেন।

সোমবার থেকে শুরু হওয়া তিন দিনের বর্ধিত অধিবেশনে বিলগুলি পেশ হওয়ার কথা। অধিবেশনে বিজেপির সব সাংসদকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়ে হুইপ জারি করেছে দল।

বৈঠকের পর চা-চক্র ও যৌথ ছবি তোলার আয়োজনও হয়। প্রধানমন্ত্রীর পোশাক এবং বৈঠকে নীল রঙের পোশাকের বিশেষ সমন্বয়ও নজর কেড়েছে।

আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার উদ্যোগ মোদি সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিরোধীদের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টাও চালিয়েছে শাসক জোট। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির স্বার্থ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেও ডিএমকে আসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রস্তাবে সমর্থনের অবস্থান জানিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে।

সংসদে বিল পেশের আগে রবিবারের বৈঠককে তাই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। সংখ্যার হিসাব অনুকূলে থাকলেও সংসদীয় সমর্থন ও উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সক্রিয় এনডিএ নেতৃত্ব।

সৌদির নিরাপত্তায় সেনা মোতায়েনের দাবি পাকিস্তানের, হাউথি মোকাবিলায় মক্কা চুক্তির প্রসঙ্গ



ইসলামাবাদ : সৌদি আরবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনা মোতায়েনের কথা জানাল পাকিস্তান। রবিবার পাক সেনার বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, সৌদির সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং মক্কা চুক্তির প্রতিশ্রুতি রক্ষার অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ। ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় সৌদির পাশে থাকার বিষয়টি ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

পাক সেনার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের নিরাপত্তা এবং মক্কা ও মদিনার দুই পবিত্র মসজিদের সুরক্ষার প্রতি পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি অটুট। দায়িত্ব পালনের জন্য পাক সেনা সৌদি আরবে অবস্থান করবে বলে জানানো হয়েছে। তবে কতজন সেনা মোতায়েন করা হয়েছে এবং তাঁদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব কী, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

উল্লেখ্য, গত ৭ আগস্ট সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক একটি সম্মিলিত প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ন্যাটোর পঞ্চম অনুচ্ছেদের আদলে তৈরি ওই চুক্তিতে কোনও সদস্য দেশের ওপর হামলাকে জোটের অন্য সদস্যদের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করার নীতি রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। সৌদি আরবের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং হাউথিদের সঙ্গে সংঘাতের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের এই ঘোষণাকে ওই প্রতিরক্ষা চুক্তির বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে অস্থিরতা, বিশ্ববাজারে বিকল্প সরবরাহকারী হিসেবে এগোচ্ছে ভারত

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব এবার দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ পোশাকশিল্পে পড়তে শুরু করেছে। শ্রমিক অসন্তোষ, কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এবং সময়মতো পণ্য সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তার জেরে আন্তর্জাতিক পোশাক সংস্থাগুলি বিকল্প উৎপাদনকেন্দ্রের সন্ধান করছে। এর ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের দীর্ঘদিনের বাজার-প্রতিপত্তি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন বরাত পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ভারত-সহ কয়েকটি এশীয় দেশের সামনে।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জারা, এইচ অ্যান্ড এম এবং মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার্সের মতো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের বাতিল হওয়া পোশাকের বরাত থেকে বাংলাদেশের সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২,৩৫০ কোটি টাকা। তবে এই অঙ্কের বিস্তারিত হিসাব এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির অর্ডার বাতিলের বিষয়ে স্বাধীনভাবে নিশ্চিত তথ্য এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ নিয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের পোশাকশিল্প দীর্ঘদিন ধরেই



আন্তর্জাতিক বাজারে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধরে রেখেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার একাধিক নামী সংস্থার পোশাক উৎপাদনের বড় অংশ আসে এই দেশ থেকে। নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও আশুলিয়ার মতো শিল্পাঞ্চলে অসংখ্য কারখানা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করে। তৈরি পোশাক রফতানি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ভিত্তি। তাই এই শিল্পে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা দেখা দিলে তার প্রভাব শুধু কারখানার মালিক বা রফতানিকারকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, আঘাত আসবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে শ্রমিক অসন্তোষ নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। অক্টোবরের শেষ দিক থেকে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বিভিন্ন পোশাক কারখানায় আন্দোলন ও কর্মবিরতির খবর সামনে এসেছে। কিছু কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি এবং মালিকপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা যুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে সময়মতো পণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

আন্তর্জাতিক পোশাক ব্যবসায় সময়সীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট মরশুমের জন্য তৈরি পোশাক নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে না পারলে ব্র্যান্ডগুলিকে বিকল্প বাজারের দিকে যেতে হয়। কারণ, সামান্য বিলম্বও খুচরো বিক্রির পরিকল্পনা, বিপণন এবং মুনাফায় প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশের কারখানাগুলিতে উৎপাদন অনিশ্চিত হয়ে পড়লে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি যে বিকল্প সরবরাহকারীর সন্ধান করবে, সেটাই স্বাভাবিক। ফলে দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ক্রেতারা এখন সরবরাহের ধারাবাহিকতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারেন।

এই জায়গাতেই ভারতের সামনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের পরিবর্তে ভারতের বিভিন্ন পোশাক উৎপাদনকারী সংস্থা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলির কিছু বরাত পেতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহলে আলোচনা চলছে। শুধু ভারত নয়, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়াও এই সম্ভাব্য বাজার পরিবর্তনের সুবিধা পেতে পারে।

ভারতের তুলা উৎপাদন, বস্ত্রশিল্পের পরিকাঠামো, দক্ষ শ্রমিক এবং বৃহৎ উৎপাদনক্ষমতা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে ইতিবাচক দিক। তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে তৈরি পোশাক উৎপাদনের পরিকাঠামো রয়েছে। তবে বাংলাদেশের ছেড়ে যাওয়া সমস্ত বরাত ভারতের হাতে চলে আসবে, এমনটা ধরে নেওয়ার সুযোগ নেই। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলি সাধারণত একাধিক দেশে উৎপাদন ছড়িয়ে রাখে, যাতে কোনও একটি অঞ্চলে সংকট দেখা দিলে সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে যায়।

ভারতের জন্য এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হবে। উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্রুত পণ্য সরবরাহ, আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা এবং বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন খরচ এবং বৃহৎ পরিসরে দ্রুত উৎপাদনের ক্ষমতা। ভারতকে সেই জায়গায় আরও শক্তিশালী হতে হবে।

তবে বাংলাদেশের জন্য পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। পোশাকশিল্পে অস্থিরতা দীর্ঘস্থায়ী হলে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা একবার অন্য দেশে উৎপাদন সরিয়ে নেওয়ার পর পুরনো বাজার ফিরে পাওয়া কঠিন হতে পারে। বিদেশি সংস্থাগুলি বিকল্প সরবরাহব্যবস্থা গড়ে তুললে বাংলাদেশের রফতানি বাজারে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতার চাপ বাড়বে। এর সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর।

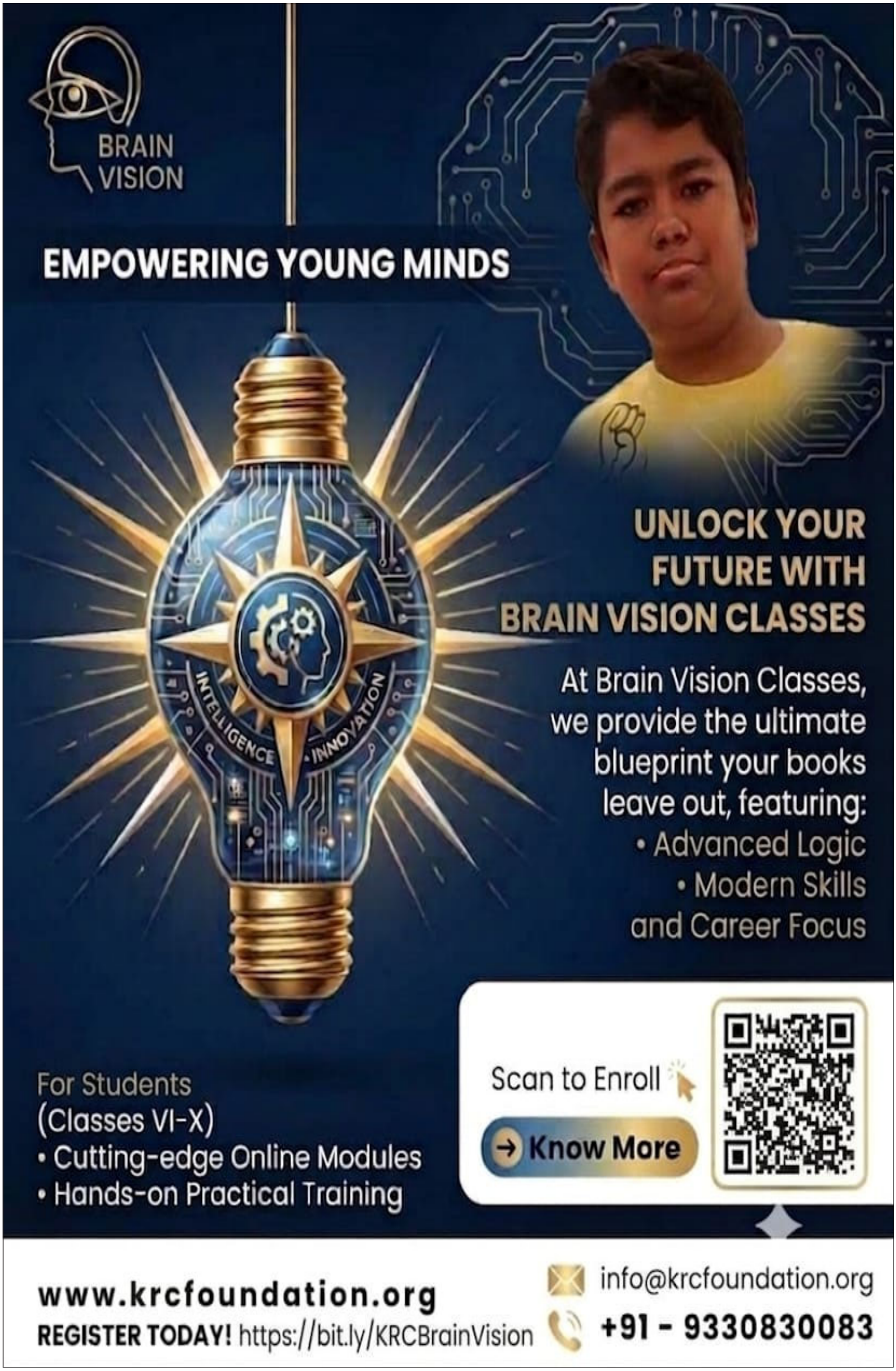
এখানে শ্রমিকদের মজুরি ও কর্মপরিবেশের প্রশ্নটিও উপেক্ষা করা যায় না। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখার নামে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি অস্বীকার করলে শিল্পের ভিতই দুর্বল হবে। একই সঙ্গে উৎপাদন বন্ধ রেখে দীর্ঘদিন আন্দোলন চললে শ্রমিক ও মালিক; উভয় পক্ষেরই ক্ষতি বাড়বে। তাই সরকার, কারখানা মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে কার্যকর আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজা জরুরি।

বাংলাদেশের বর্তমান সংকটকে ভারতের জন্য নিছক ব্যবসায়িক লাভের সুযোগ হিসেবে দেখলেও বৃহত্তর অর্থনৈতিক বাস্তবতা উপেক্ষিত হবে। প্রতিবেশী দেশের অর্থনৈতিক অস্থিরতা আঞ্চলিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং সরবরাহব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করতে পারে। ভারত অবশ্যই আন্তর্জাতিক বাজারে নিজের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়ে নতুন সুযোগ কাজে লাগাতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ফিরে আসাও আঞ্চলিক স্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard